তত্ত্বাবধায়ক সরকার, র্বতমান সরকার এবং অনাকাঙ্ক্ষিত সরকার

তত্ত্বাবধায়ক সরকারঃ ১৯৯৬ সালের এক সকাল; অনেক বছর পর উর্দু রোডের ঢাল'এ নেমে জালাল ভাইয়ের বাসা চিনতে তেমন কষ্ট হলো না। মুদির দোকানদারকে জিজ্ঞেস করতেই দেখিয়ে দিল জালাল ভাইয়ের বাসা। মনে হল জালাল ভাই (সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি এবং র্বতমানে লালবাগ এলাকা থেকে নিব্বাচিত এম পি ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন) এলাকায় বেশ জনপ্রিয়।

জালাল ভাইয়ের বাসায় আমার আসা যাওয়া ১৯৮২ -৮৩ সাল থেকে বুয়েট ছাত্রলীগের (জালাল – জাহাংগীর) আহব্বায়ক/প্রতিষ্ঠাতা নেতা হিসাবে। র্বতমান প্রধান্মন্ত্রী শেখ হাসিনার সেই চরম দূর্দিনে জালাল ভাই ছিলেন ছাত্রলীগের সভাপতি (জালাল – জাহাংগীর)। উল্লেখ্য যে, সেই সময় সারা দেশের ছাত্রলীগের ৯০ শতাংশ নেতা আবদুর রাজ্জাক এর বাকশাল সর্মথিত ছাত্রলীগ (ফজলু – চূন্নু) গ্রুপ'এ যোগ দেয় এবং সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিরূদ্ধে ব্যাপক আপত্তিকর ও কুরুচির্পূন প্রচারনা চালায়। ভাগ্যের কি পরিহাস, তাদের মধ্যে বেশীরভাগই এখন প্রধান্মন্ত্রী শেখ হাসিনার অন্ধ সর্মথক!

১৯৯৬ সালের সেই সময়ে চলছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে 'লাগাতার হরতাল'। আমি যেহেতু রপ্তানিমূলক শিল্পের সাথে জড়িত ছিলাম এবং প্রতিদিন আমাদের বেশ আর্থিক খয়-ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই গিয়েছিলাম জালাল ভাইয়ের সাথে দেখা করতে, উদ্দেশ্য, জালাল ভাইয়ের মারফত সভানেত্রী'র কাছে বলা যে, "এই লাগাতার হরতাল'এর ফলে রপ্তানিকারকদের এবং সাধারন শ্রমজীবি মানুষের যে কি পরিমান ক্ষতি হচ্ছে এবং এই হরতাল'কে শিথিল করা অতন্ত্য জরূরী হয়ে পড়েছে"।

এলাকাবাসীর সংগে জালাল ভাইয়ের নাড়ী'র সর্ম্পক। জালাল ভাইয়ের বাসায় ঢুকেই দেখি অনেক লোকের ভিড় এবং সবাই বলাবলি করছে ঢাকা মেডিকেল এর র্মগ থেকে একজনের লাশ আনার কথা। জালাল ভাইকে জিজ্ঞাসা করলে বললেন, "এলাকার আওয়ামী লিগ র্কমী, মোড়ের ফল বিক্রেতার ছেলেকে গতরাতে মিছিলের সময় লালবাগের বি এন পি'র লোকজন মেরে ফেলেছে"। ঢাকা মেডিকেল এর প্রাক্তন ছাত্রনেতা জালাল ভাই র্মগ থেকে লাশ আনার ব্যাবস্থা করে দিলেন।

জালাল ভাই আমার সাথে স্বীকার করলেন যে, লাগাতার হরতালে সবাই, বিশেষত সাধারন শ্রমজীবি মানুষ কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। একই সাথে জানালেন, আগামীকাল থেকে হরতাল শিথিল হচ্ছে । জালাল ভাইয়ের বাসা থেকে ফেরার সময় বারবার সেই দরিদ্র ফল বিক্রেতার কথা মনে হচ্ছিল। আর মনে হচ্ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই ফল বিক্রেতা তার ছেলেকে হারালো। লাগাতার হরতালের ফলে আর্থিকভাবে প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্থ এই ফল বিক্রেতার পরিবারের এই ত্যাগের মূল্য দেওয়া তো দুরের কথা, এলাকাবাসি ছাড়া কেউ হয়তো কোন দিন এই পরিবারের আন্মত্যাগের কথা জানবেও না।

সন্ধ্যায় উওরা ক্লাবে বন্ধুদের সাথে কথা প্রসঙ্গে বললাম সেই ফল বিক্রেতা'র ছেলের কথা। আমার বেশীর ভাগ বন্ধুই প্রচন্ড আওয়ামী লীগ বিদ্বেষী। আমাকে ব্যাংগ করে বলল, "তোর নিজের ব্যাবসার ক্ষতি হয়, তারপরও তুই আওয়ামী লিগের এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার সর্মথন করিস"? আমার উত্তর ছিল, আমাদের দেশে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নিরপেক্ষ নিব্বাচন হবেও না এবং বিরোধী দলের পক্ষে কোনদিনও নিব্বাচনে জয়লাভ করা সম্ভব হবে না। আমার কথা যে কতটা সত্য ছিল তা আমাদের দেশের নিব্বাচনের ইতিহাসই প্রমান করে। পরর্বতী তিন তিনটি নিব্বাচনে আমরা তাই দেখলাম, ১৯৯৬, ২০০১ এবং ২০০৮ সালে প্রতিবারই বিরোধী দল নিব্বাচনে জয়লাভ করেছিল।

র্বতমান সরকারঃ যখন দেখলাম 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বের দাবীদার র্বতমান সরকার, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' বাতিল করার ঘোষনা দিল তখন আমার নিজের চোখ'কেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমাদের দেশে মওদুদ, মহিউদ্দীন খান'দের মত কিছু পা চাটা ধূর্ত এবং দুষ্ট রাজনীতিবিদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার'এর মত ইনোভেটিভ সিস্টেম'কে নষ্ট বা সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে তাই বলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি কোনভাবেই অচল হতে পারে না এই দেশে। প্রয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে, কি ভাবে আরো 'ফুল্প্রুফ' করা যায় তা নিয়ে ভাবতে হবে। মাথা থাকলে মাথা ব্যাথা থাকবেই, তার র্অথ নয় মাথা কেটে ফেলতে হবে।

আমাদের দেশে শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতাদের অসততা, র্দূনীতি আর সংর্কীনতার কারনে সব ভাল জিনিসও খারাপ হয়ে যায়। যেমন বিচার বিভাগ'কে আলাদা করার পরও আমরা দেখতে পাই বিচার প্রক্রিয়ার তেমন কোন গুনগত পরির্বতন হয় নাই। আমাদের রাজনীতিবিদরা বিচারবিভাগকে দলীয় করন করে ফেলেন, যাতে করে বিচারকরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কখনো বিব্রত হয়, রায় প্রদান করে, আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হলে তাদের দেখভাল করে।

আমার ভাবতে অবাক লাগে ১/১১'এর মাত্র চার বছরের মাথায় কি ভাবে আমাদের রাজনীতিবিদরা সব ভূলে যান। তারা তাদের র্কাজকলাপের মধ্য দিয়ে অতি দ্রুত তাদের নৈতিক গ্রহনযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন। যখন কোন গনতান্ত্রিক সরকার তাদের নৈতিক গ্রহনযোগ্যতা হারায় তখনই সেনাবাহিনীর ক্ষমতা গ্রহনের পথ নিজ থেকেই সুগম হয়ে যায়। যখন সৎ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নৈতিকভাবে উচ্চ আসনে সমাসীন থাকেন (হায়ার মোরাল গ্রাউন্ড) তখন সামরিক বাহিনী যত বড় এবং শক্তিশালী হউক না কে তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব'কে ক্ষমতা থেকে সরানোর সাহস থাকে না।

আমরা ইতিহাসের দিকে তাকালে এর অনেক উদাহরন দেখতে পাই, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জিয়া, খালেদ, জিয়াউদ্দিন এবং তাহের এর মত মেধবী সামরিক অফিসার'রা তাজউদ্দিন আহমেদ'এর রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে থেকেই নয়মাস যুদ্ধ করেছিলেন।

মুসলিম ইতিহাসের সবচেয়ে সফল ও ক্যারিশমেটিক সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ, জনপ্রতিনিধি খলিফা হযরত ওমর এর অধীনে থেকেই অনেক বছর যুদ্ধ করেছিলেন। এমনকি যখন খলিফা হযরত ওমর, সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ'কে পদাবনতি করান, তখনো খালিদ বিন ওয়ালিদ, খলিফা হযরত ওমর এর রাজনৈতিক নেতৃত্ব'কে চ্যালেঞ্জ করেন নাই, বরং খলিফার আদেশ মাথা পেতে মেনে নিয়েই সাধারন সৈন্য হিসাবে কাজ করেছিলেন। খলিফা হযরত ওমরের সততা ও নৈতিকতার ফলেই এটা সম্ভব হয়ে ছিল।

র্বতমানেও আমরা দেখতে পাই, সব বৃহৎ শক্তি সহ ইরান, ভারত প্রভৃতি দেশগুলিতে প্রচন্ড শক্তিশালী সামরিকবাহিনীগুলি কি ভাবে জনপ্রতিনিধিদের আদেশ মান্য করে। এইসব দেশগুলির সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের কথা চিন্তাও করতে পারে না।

অনাকাঙ্ক্ষিত সরকারঃ স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও, আমাদের দেশের দুই বৃহৎ রাজনৈতিক দলই, বিরোধী দলে অবস্থানকালে গনতন্ত্রের কথা বললেও, ক্ষমতায় গেলে ক্ষমতার অপব্যাবহার করে, গনতন্ত্রের বারোটা বাজিয়ে ফেলে। দুই দলই ক্ষমতায় থাকাকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার'এর বিরূদ্ধে কথা বলেছেন বা বলছেন এবং বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার'এর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা হাঁড়ে হাঁড়ে বুঝতে শিখেছেন।

এই দুই বড় দলের অভ্যন্তরে গনতন্ত্রের লেশমাত্র নাই। প্রাক্তন সামরিক শাসক এরশাদ যেই ভাবে জাতীয় পার্টি নিয়ন্ত্রন করেন, এই দুই দলের প্রধান'ও একইভাবে তাদের দল'কে নিয়ন্ত্রন করে আসছেন। যুক্তি দেখিয়ে অনেকেই বলে থাকেন, হাসিনা আর খালেদা রাজনীতিতে নতুন!! সময়ের সাথে সাথে সব ঠিক হয়ে যাবে। আসলেই কি তাই, হাসিনা আর খালেদা, ১৯৯১ সাল থেকেই চার চার বার নিব্বাচনে দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। দুই জনই দুই দুই বার প্রধান্মন্ত্রী হয়েছেন। হাসিনা, বঙ্গবন্ধুর চেয়ে আর খালেদা, জিয়াউর রহমানের চেয়ে অনেক বেশী সময় ধরে সরকার প্রধানের দায়িত্ব পালন করে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই। আর কত যুগ আমরা যোগ্য আর দূরর্দশী নেতার (মাহাথিরের মত) অপেক্ষায় বসে থাকব?

সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহ বাদ দিলে বা সামন্য রদবদল করে সংবিধানে বিসমিল্লাহ যোগ দিলেই সকল র্ধমের মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না। শুধুমাত্র আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাই সকল র্ধমের মানুষের সমান অধিকার ও র্ধমীয় স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী বলে, বাস্তবতাকে এড়িয়ে গেলে চলবে না। সরকার প্রধান'কে ঘিরে রাখা 'বাম বলয়' এর প্রভাবে যে সাম্প্রতিক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তা সবারই জানা। এই সব 'এককালীন বামপন্থীরা' আওয়ামী লিগের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করেই চলেছেন, আর তাদের এইসব র্কমকান্ডের মাশুল একদিন আওয়ামী লিগকেই দিতে হবে, সুদে আসলে।

মতিয়া চৌধুরী নিঃসন্দেহে আমাদের দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে সফল কৃষিমন্ত্রী। তার সততা ও দক্ষতার ফলে দেশে আজ খাদ্যাভাব নাই, কৃষক, শ্রমিক, রিকশা ওয়ালা আজ পেট পূরে খেতে পারছেন। এই কথা যেমন সত্য ঠিক তার চেয়ে বেশী সত্য, আমাদের দেশের এই সব খেটে খাওয়া মানুষ খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলেই খাওয়া শুরু করে। আমাদের দেশের সৎ ও মেধাবী বামপন্থীরা এই সব বাস্তব অবস্থা ও সেন্টীমেন্ট উপেক্ষা করে শুধু তত্ত্বের কথা বলার কারনেই সারাজীবন জনবিচ্ছিন্ন থেকে গ্যাছেন।

আওয়ামী লিগ সরকারের আরো একটা জিনিস বোঝা উচিত, যেমন একটা খালি জায়গা বেদখল করে কেউ যদি মসজিদ বানাতে চায়, তবে তা জায়গা বেদখল করার আগেই বন্ধ করতে হয়, কারন মসজিদ একবার তৈরী হয়ে গেলে তা আর ভাঙ্গা একরকম অসম্ভব। আমাদের সংবিধানে ধর্মের র্বতমান অবস্থানও অনেকটা সেই রকম। **'অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখলকারীরা' তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরির্তাথ করার লক্ষ্যে সাধারন ধর্মাপ্রান মানুষের ধর্মীয় আবেগকে পুঁজি করে, সংবিধানে একবার ধর্ম যোগ করে ফেলেছে , এখন তা তুলে দেওয়া প্রায় অসম্ভব এবং খুবই বিপদজনক এবং অতন্ত্য স্পর্শকাতর। প্রতিক্রিয়াশীল, ধর্মান্ধ ও সুযোগ সন্ধানীরা তীর্থের কাকের মত এই সব ইস্যুর অপেক্ষায় থাকে।**

দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার ফলে র্বতমান আওয়ামী লিগ নেতৃত্ব যদি মনে করেন যে, তারা সারাজীবন ক্ষমতায় থাকবেন, তাহলে মনে করতে হবে আওয়ামী লিগ নেতৃত্ব বোকার স্বর্গে বাস করছেন এবং দেশের ইতিহাস সর্ম্পূন ভূলে গ্যাছেন। ১৯৭০ বা ১৯৭৩ সালে, বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লিগ ৯০-৯৫ ভাগ আসনের সাথে সাথে প্রায় ৯০ - ৯৫ ভাগ ভোট'ও পেয়েছিল আর এবারকার আওয়ামী লিগ ৮০ ভাগের কাছে আসন পেলেও মোট ভোট পেয়েছে তার চেয়ে অনেক কম। তাই জনগনের কাছে ১৯৭০ বা ১৯৭৩ এর আওয়ামী লিগের যেই পরিমান গ্রহনযোগ্যতা ছিল তা ২০১১ সালে যে তা নেই, এটা বলাই বাহুল্য।

গতকাল (৭ জুলাই) এর সব দৈনিকে দেখলাম, সংবিধান প্রনেতাদের একজন, বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নাল আবেদীন ফারুক'কে পুলিশ কি জঘন্যভাবে পিটিয়েছে। একজন সংসদ সদস্য হচ্ছেন, দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রনেতা, তাকে কি ভাবে 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থা' নিররযাতন করার সাহস পায়? যেই দেশে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি প্রকাশ্যে পুলিশের লাঠিপেটা খায়, সেই দেশের গনতন্ত্রও বুটের লাথি খেতে বাধ্য, এটা শুধু সময়ের ব্যাপার। দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দিকে কারো নজর নাই, খালি গনতন্ত্র আর সংবিধান সংবিধান করে হুলুস্থুল। আমাদের দেশের ক্ষমতাসীন রাজনিতীবিদ'দের মনে রাখা উচিত, এই সব নিররযাতনের ঘটনার মাধ্যমে তারা নিজেদের 'হায়ার মোরাল গ্রাউন্ড' হারিয়েছেন। আর এই জন্যই অতীতে কোহিনুর আর র্বতমানে হারুনের মত পুলিশ অফিসার, তাদের মত আইন প্রনেতা রাজনীতিবিদদের প্রকাশ্যে তুলাধুনা করার সাহস পায়। আর হয়তো এই জন্যই যদি ভবিষ্যতে (পুলিশের বাবা) সেনাবাহিনীর সদস্যরা আবার মওদুদ, মহিউদ্দীন খান'দের নিররযাতন করে, তবে দেশের মানূষ তাতে ব্যাথিত হওয়ার পরিবর্তে সম্ভবত খুশীই হবে।

র্বতমান সরকার যে ভাবে এগুচ্ছেন আর একটার পর একটা ইস্যূ তৈরী করে চলেছেন, তাতে আমার মনে হচ্ছে আবার ২০০৭ এর মত বা তারচেয়েও খারাপ পরিস্থিতী আবারও সৃষ্টী হতে পারে। ২০০৭ সালে সেনবাহিনী, তত্ত্বাবধায়ক সরকার'কে সামনে রেখে, পেছন থেকে দেশ চালিয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পদ্ধতি বাতিলের ফলে বিরোধী দলের নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতায় আসার পথ রূদ্ধ হয়ে গেল, ফলে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক সহিংসতা আরো অনেক বেড়ে যাবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার না থাকার ফলে সেনাবাহিনী আগামীবার মনে হয় সামনে থেকেই দেশ চালাবে।

ইউ এন মিশন এর প্রলোভন, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী'র ক্ষমতা গ্রহনের পথে প্রধান অন্তরায়। সেনাবাহিনী ক্ষমতা গ্রহন করলেই আর্ন্তজাতিক চাপ ও জাতিসংঘ থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী'র ইউ এন মিশনে অংশগ্রহন হুমকির সম্মূখীন হতে বাধ্য। এই হুমকির সম্ভাবনা এবং ২০০৭ সালে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা গ্রহনের র্অধসমাপ্ত প্রক্রিয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে, সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসার'রা মনে হয় না এই মূহুর্তে ক্ষমতা গ্রহনে আর খুউব একটা আগ্রহী হবেন।

সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসার'রা আগ্রহী হবেন না এই ভরসায় ভবিষ্যতে সেনাবাহিনী'র ক্ষমতা গ্রহনের সম্ভাবনা'কে উড়িয়ে দেওয়া চরম বোকামি হবে। দেশে বড় রকম সহিংসতার সৃষ্টি হলে, আমার ধারনা ভবিষ্যতে সেই সুযোগে সেনাবাহিনীর জুনিয়র অফিসার'রা হয়তো বড় ধরনের অঘটন ঘটাতে পারে। অঘটন বলছি এই কারনে, যে বয়স এবং অভিজ্ঞতার অভাবে আমরা দেখেছি, এই ধরনের অফিসার'রা অতীতে হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে (এম, পি ফজলে নূর তাপস'কে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা) এবং আবারো নিতে পারে ।

বি ডি আর এর ঘটনায় নিহত সিংহভাগ অফিসারদের সমসাময়িক, এই গ্রুপের অফিসার'দের মধ্যে প্রচন্ড চাপা ক্ষোভ বিদ্যমান, তাই তাদের মধ্যে 'যুক্তি'র চেয়ে আবেগ'ই বেশী কাজ করবে আর একই সাথে সংবিধানে বিসমিল্লাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা সংযোজনের প্রতিশ্রুতি বা আংগীকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে তারা তাদের এই উদ্যোগ'কে অশিক্ষিত সৈনিক ও সাধারন জনসাধারনের কাছে জনপ্রিয় করে ফেলবে। একই সাথে বি, এন, পি ও র্বতমান সরকার বিরোধী সকল দলের, প্রকাশ্য ও মৌন সর্মথন তাদের জন্য যে একপ্রকার নিশ্চিত থাকবে এটা তারা ভাল করেই জানে। তাই আমার ধারনায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার'এর প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিলে, ভবিষ্যতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার'এর পরিবর্তে অনাকাঙ্ক্ষিত সরকার'এর ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা খুবই প্রবল। ভবিষ্যতের অনাকাঙ্ক্ষিত সরকার'এর ক্ষমতা দখল ২০০৭ এর মত রক্তপাতহীন হবে না আর তারা রক্তপাত যা করার, ক্ষমতা দখলের প্রথম প্রহরেই করে ফেলবে, আর্ন্তজাতিক এবং জাতিসংঘের পক্ষ থেকে যে কোন চাপ প্রয়োগের আগেই।

আমার লেখা পড়ে আমার পরিচিত অনেকেই প্রশ্ন করেন, আপনি না আওয়ামী লিগের এককালের নিবেদিত প্রান সর্মথক আর আপনি কেন জামাত, বি, এন, পি'র ভূল না ধরে, শুধু আওয়ামী লিগের ভূল ধরছেন? আমার বক্তব্য হচ্ছে আমি এখনও মনে প্রানে আওয়ামী লিগের নিবেদিত প্রান সর্মথক, আর সেই জন্যই আমি চাই, দেশের স্বার্থে আওয়ামী লিগ যেন সময় থাকতে থাকতেই নিজেদের ভূল শুধরে সঠিক কাজটি করে।

শুধুমাত্র অন্ধ সর্মথক আর মেরুদন্ডহীন, সুযোগ সন্ধানী এবং চাটুকাররাই কখনো দল বা নেতা/নেত্রীর ভুল ধরে না, সবসময় শুধুমাত্র বাহবা দিতে থাকে; আর তাতে দলের যে কি পরিমান ক্ষতি হয় তা আমাদের দেশের বিগত প্রতিটি সরকারের আমলেই দেখেছি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার' প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ১৯৯৬ সালে নিহত উর্দু রোডের সেই ফলবিক্রেতার ছেলে সহ, সব নাম না জানা শহীদ'দের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

ডান থেকে বিচারপতি সৈয়দ মোহম্মদ হোসেন, সভানেত্রী শেখ হাসিনা, ছাত্রলীগ সভাপতি ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন ও লেখক; ১৯৮৩ সাল

নাজমুল আহসান শেখ, সিডনী ৮ জুলাই ২০১১ victory1971@gmail.com